ন্যায়মতে সন্নিকর্ষ বলতে কি বোঝ? সন্নিকর্ষ কত প্রকার ও কি কি ? বিভিন্ন প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ গুলি উদাহরণসহ আলোচনা কর। ২+৩+১০

সন্নিকর্ষ - প্রসঙ্গ উত্থাপন ঃ ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতমের **'ন্যায়সূত্র'** গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণে অর্থাৎ ***''ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্''*** - উক্ত লক্ষণে 'সন্নিকর্ষ' শব্দের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন-ন্যায়মতে এই 'সন্নিকর্ষ' প্রত্যক্ষের প্রতি 'অসাধারণ কারণ' বা 'করণ' হয়। অন্যদিকে নব্য-ন্যায়মতে সন্নিকর্ষ হয় 'ব্যাপার'।

সন্নিকর্ষ ঃ নব্য-ন্যায়মতে বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের পারিভাষিক নাম **'ব্যাপার'** (ভাষাপরিচ্ছেদ-বিশ্বনাথ)। 'ব্যাপার' অর্থে 'সন্নিকর্ষ'। সুতরাং ন্যায়মতে **বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকে বলে সন্নিকর্ষ।** এই সন্নিকর্ষের মাধ্যমে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যেমন- চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সাথে ঘটের সম্বন্ধ হল সন্নিকর্ষ। এবং এই সন্নিকর্ষের মাধ্যমেই আমরা ঘট-এর জ্ঞান হয় বা ঘটের প্রত্যক্ষ করে থাকি।

সন্নিকর্ষের প্রকারভেদ ঃ বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কখনও স্বাভাবিক বা লৌকিক ভাবে হয়, আবার কখনও পরোক্ষ বা অলৌকিক ভাবে হয়। এইদৃষ্টিকোণ থেকে সন্নিকর্ষ দুই-প্রকার-

এক - **লৌকিক সন্নিকর্ষ** ও
দুই - **অলৌকিক সন্নিকর্ষ।**

লৌকিক সন্নিকর্ষ ঃ বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যখন স্বাভাবিক ভাবে হয়, তখন তাকে লৌকিক সন্নিকর্ষ বলে। লৌকিক সন্নিকর্ষের মাধ্যমে উৎপন্ন প্রত্যক্ষকে বলা হয় লৌকিক প্রত্যক্ষ।

যেমন- চক্ষু-ইন্দ্রিয় দিয়ে ঘট প্রত্যক্ষে চক্ষুর সাথে ঘটের সম্বন্ধ স্বাভাবিক বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। কাজেই, চক্ষুর সাথে ঘটের সন্নিকর্ষ হল লৌকিক সন্নিকর্ষ।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঃ বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যখন স্বাভাবিক ভাবে না হয়ে অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ভাবে হয় তখন তাকে বলা হয় অলৌকিক সন্নিকর্ষ। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষের মাধ্যমে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ হল অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

যেমন- মনুষ্যত্ব সামান্যধর্ম বা জাতি প্রত্যক্ষে চক্ষুর সাথে মনুষ্যত্ব জাতির সম্বন্ধ লৌকিক বা স্বাভাবিক ভাবে না হয়ে আলৌকিক বা অস্বাভাবিকভাবে হয়।

বিভিন্ন প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ-এর স্বরূপ , উদাহরণ ও ব্যাখ্যা ঃ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীন ন্যায়ের আলোচনায় অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং তার কারণরূপে অলৌকিক সন্নিকর্ষের আলোচনা তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এইজন্য, প্রাচীনগণ 'লৌকিক সন্নিকর্ষ' এরূপ শব্দ ব্যবহার না করে 'সন্নিকর্ষ' বা 'ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন (*ন্যায়দর্শন* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ) । নব্যমতে এই 'ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ'ই হল লৌকিক সন্নিকর্ষ। ন্যায়মতে এই লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। যথা -

১) সংযোগ সন্নিকর্ষ,
২) সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ,
৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ,
৪) সমবায় সন্নিকর্ষ,
৫) সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ ও
৬) বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ।

আমরা এখন সংযোগাদি ছয়প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করছি।

TAPAS DEY - 9153133364

Scanned by CamScanner

সংযোগ সন্নিকর্ষ ঃ ন্যায়মতে বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলির মধ্যে চক্ষু ও ত্বক দ্বারা দ্রব্য বিশেষের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হয় তাকে সংযোগ সন্নিকর্ষ বলে।এই হেতু **'ভাষাপরিচ্ছেদ'** গ্রন্থে নব্য-নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ বলেন - *''দ্রব্যপ্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়সংযোগজন্যং।''*

উদাহরণ- আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে ঘটাদি দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি সংযোগ সন্নিকর্ষের মাধ্যমে। তেমনই, ত্বগেন্দ্রিয় দিয়েও ঘটের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হয় সংযোগ সন্নিকর্ষের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা ঃ ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় সমূহ দ্রব্য পদার্থ। আবার, ঘটাদিও দ্রব্য পদার্থ। সুতরাং দুটি দ্রব্যের মধ্যস্থিত সম্বন্ধ হল সংযোগ। সুতরাং চক্ষু বা ত্বগেন্দ্রিয় দিয়ে ঘট প্রত্যক্ষ হয় সংযোগ সন্নিকর্ষের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত, ন্যায়দর্শনে মনকে অন্তরিন্দ্রিয় রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই, মনের দ্বারা আত্ম-দ্রব্যের প্রত্যক্ষেও সংযোগ সন্নিকর্ষ কারণ হয়।

সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ ঃ ন্যায়মতে দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত গুণের সম্বন্ধকে সমবায় বলে। সুতরাং কোন দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত গুণ, কর্ম, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয় যে সন্নিকর্ষের দ্বারা তাকে সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ বলে।

উদাহরণঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে ঘটে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত গুণের যেমন-রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যাঃ এক্ষেত্রে চক্ষুর সাথে ঘটের সম্বন্ধ হল সংযোগ, ঘটের সাথে ঘট-রূপের সম্বন্ধ সমবায়। সুতরাং চক্ষুর সাথে ঘট-রূপের সম্বন্ধ হল সংযুক্ত-সমবায়।

**(তেমনই, অন্তরিন্দ্রিয় মনের মাধ্যমে আত্মায় সমবেত সুখ, দুঃখ প্রভৃতির জ্ঞান হয় সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ ''ভাষাপরিচ্ছেদ'' গ্রন্থে বলেন, *''আত্মসমবেতমানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তসমবায়ঃ।''*)

সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ ঃ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ তাঁর **'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'**তে বলেন, **''দ্রব্যসমবেতসমবেতচাক্ষুষং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ।''** অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত গুণের গুণত্ব জাতির প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হয় তার নাম সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ।

উদাহরণ ঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে ঘটরূপের রূপত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা ঃ ন্যায় মতে- দ্রব্যের সাথে দ্রব্যে আশ্রিত গুণের সম্বন্ধ যেমন সমবায়, তেমনই ঐ গুণের সাথে গুণত্ব জাতির সম্বন্ধও সমবায়। সুতরাং চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে দ্রব্যস্থ গুণের গুণত্বজাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে। এই সন্নিকর্ষে মূলত তিনটি সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত হয় - প্রথমে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সাথে ঘট-দ্রব্যের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়, এরপরে ঘট-দ্রব্যের সাথে ঘটে-রূপ'এর অর্থাৎ গুণাদির সমবায় সন্নিকর্ষ এবং পরিশেষে, ঘট-রূপের সাথে ঘট-রূপের রূপত্ব-জাতি'র অর্থাৎ গুণের সাথে গুণত্বাদি জাতির সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। কাজেই, চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে ঘটরূপের রূপত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে।

**(প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ন্যায়-বৈশেষিক মতে কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিন পদার্থেই জাতি আশ্রিত হয়। এর মধ্যে দ্রব্যত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে। আর, গুণত্ব ও কর্মত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে। তেমনই, বাহ্য প্রত্যক্ষের ন্যায় আত্ম-সমবেত সুখত্ব, দুঃখত্বাদির মানস প্রত্যক্ষেও সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ কারণ হয়।)

সমবায় সন্নিকর্ষ ঃ সমবায় সন্নিকর্ষ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ তাঁর 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে বলেছেন- **''শব্দপ্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্নসমবায়ঃ।''** অর্থাৎ শব্দ প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হয় তাকে সমবায় সন্নিকর্ষ বলে।

উদাহরণ ঃ কর্ণ-ইন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে শব্দ প্রত্যক্ষ হয় সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা ঃ ন্যায়মতে শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। শব্দ আকাশের গুণ। আকাশ দ্রব্য।শব্দ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে। আমাদের কর্ণবিবরবর্তী আকাশই হল শ্রবণেন্দ্রিয়। এইজন্য, আকাশ স্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাথে শব্দের সম্বন্ধকে সমবায় সন্নিকর্ষ বলা হয়।

সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ ঃ ন্যায়মতে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হয় তার নাম সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ ''ভাষাপরিচ্ছেদ'' গ্রন্থে বলেন, *''শব্দসমবেতশ্রাবণপ্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্নসমবেতসমবায়ঃ কারণম্।''*

উদাহরণ ঃ কর্ণ-ইন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে শব্দের শব্দত্ব জাতি প্রত্যক্ষ।

TAPASDEY 9153183364

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ন্যায়মতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন শব্দ প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই শব্দত্ব জাতিরও প্রত্যক্ষ হয়। কর্ণবিবরবর্তী আকাশে শব্দ সমবেত হয়। ঐ শব্দে শব্দত্ব জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আর, শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যখন ঐ শব্দত্ব জাতি প্রত্যক্ষ করি, তখন ঐ প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ কারণ হয় তার নাম সমবেত-সমবায়।

বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বা বিশেষণতা সন্নিকর্ষ : বিশেষণতা সন্নিকর্ষ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেন, ''**অভাবপ্রত্যক্ষে সমবায়প্রত্যক্ষেচেন্দ্রিয়সম্বদ্ধ-বিশেষণতা হেতুঃ।**''অর্থাৎ অভাব ও সমবায় প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ কারণ হয় তার নাম ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধবিশেষণতা অর্থাৎ **বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ।**

উদাহরণ : চক্ষু-ইন্দ্রিয় দিয়ে ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ হয় বিশেষণ-বিষেষ্যভাব সন্নিকর্ষ বা বিশেষণতা সন্নিকর্ষের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা : ন্যায়মতে অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ। অভাব সর্বদা কোন না কোন অধিকরণে থাকে। যে অধিকরণে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়, প্রথমে সেই অধিকরণের সঙ্গে ষড়্‌বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষের কোন একটি সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হয় এবং পরবর্তীতে অধিকরণের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সেই সন্নিকর্ষকে দ্বার করেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভাবের সন্নিকর্ষ হয়। অর্থাৎ অভাব প্রত্যক্ষের জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভাব-আশ্রয়ের বা অধিকরণের সংযোগ সম্বন্ধ হয় এবং অভাব অধিকরণের বিশেষণরূপ অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। অভাব এক্ষেত্রে অধিকরণের বিশেষণ হয় বলে, এই সন্নিকর্ষের নাম 'বিশেষণতা' সন্নিকর্ষ'।

ন্যায়মতে অভাবের জ্ঞান দুইভাবে হতে পারে - ***'ঘটাভাববদ্ ভূতলম্'*** অর্থাৎ ভূতলটি ঘটাভাব বিশিষ্ট - এভাবে অভাবের জ্ঞানে ভূতলটি বিশেষ্য এবং ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে, ভূতলের সাথে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং পরবর্তীতে ঘটাভাবের সাথে চক্ষু-সংযুক্ত বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়। এই প্রকারে অভাবের প্রত্যক্ষে প্রযুক্ত সন্নিকর্ষকে বলা হয় **'চক্ষুসংযুক্ত বিশেষণতা'**। কিন্তু, ***'ভূতলে ঘটাভাব'*** বা ***'ভূতলে ঘটো নাস্তি'*** - এ প্রকারে অভাবের প্রত্যক্ষে প্রযুক্ত সন্নিকর্ষকে বলা হয় **'চক্ষু-সংযুক্ত বিশেষ্যতা'**। যেহেতু, এখানে 'ঘটাভাব' বিশেষ্য এবং 'ভূতল' তার বিশেষণ। এই উভয়বিধ সন্নিকর্ষকে বোঝাতে **বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যা সংক্ষেপে **'বিশেষণতা সন্নিকর্ষ'** নামে পরিচিত।

TAPAS DEY - 9153135364

** বি দ্র - '** (. . .)'- বিষয়গুলি চাইলে এড়িয়ে যেতে পারো। আর মূল সূত্র গুলি (উদ্ধৃতি) তৈরী করতে না পারলে 'অর্থাৎ' - এর পর থেকে লিখবে।

Scanned by CamScanner